# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
## জনসংযোগ শাখা
## প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২১ মে ২০১৮ খ্রি.

**মাননীয় মেয়রের সাথে হকার নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়**

মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বলেছেন, আসন্ন ঈদুল ফিতর উপলক্ষে মানবিক দিক বিবেচনায় নগরীর ফুটপাতে ব্যবসারত হকাররা ২৭ মে রবিবার ১১ রমজান থেকে বেলা ১১ টা থেকে সেহেরির আগ পর্যন্ত তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। এ সময় হকাররা খাট চৌকি বসিয়ে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন। ২১ মে ২০১৮ খ্রি. সোমবার, দুপুরে নগরভবনের সম্মেলন কক্ষে হকার্স নেতাদের বৈঠকে তিনি এ সিদ্ধান্ত দেন। সভায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর তারেক সোলায়মান সেলিম, হাসান মুরাদ বিপ্লব, আবদুল কাদের, মোরশেদ আকতার চৌধুরী, সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর জেসমিনা খানম, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আফিয়া আকতার, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট (যুগ্ম জেলা জজ) জাহানারা ফেরদৌস, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আনোয়ার হোছাইন, আবু ছালেহ, মনিরুল হুদা, প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা সাইফুদ্দিন আহমদ, হাকার লীগের সভাপতি নুর আহমদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মো. হারুনুর রশিদ, চট্টগ্রাম ফুটপাত হকার্স সমিতির সভাপতি নুরুল আলম লেদু, চট্টগ্রাম সম্মিলিত হকার্স ফেডারেশনের সভাপতি মো. হিরণ হোসেন মিলন, সহ-সভাপতি এস এম সেলিম, অর্থ সম্পাদক সৌরভ বড়-য়া, সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল উদ্দিন, শ্রমিক নেতা নুরুল আমিন, চট্টগ্রাম ফুটপাত হকার্স সমিতির সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ, চট্টগ্রাম হকার্স লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, টেরিবাজার হকার্স সমিতির সভাপতি রাজিব বাবু, সাধারণ সম্পাদক লোকমান হাকিম, ফুটপাত হকার সিনিয়র সভাপতি মো. বেলায়েত হোসেন, এস এম সেলিম, সৌরভ বড়-য়া, মো. জসিম উদ্দিনসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

হকার্স নেতাদের বৈঠকে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন আরো বলেন, ইতোমধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে হকার্সদের তালিকা করে আইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। কিন্তু হকার সংগঠনগুলো তাদের তালিকা ও তথ্য উপাত্ত যথা সময়ে সরবরাহ না করায় এই কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে। তিনি বলেন, নগরীর সকল ফুটপাতে পেভমেন্ট টাইলস বসানোর পর মার্কিং করে দেয়া হবে। মার্কিংকৃত নির্দিষ্ট স্থানে হকাররা ব্যবসা পরিচালনা এবং ভ্যানের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনারত হকারদের তাদের ভ্যানের নিবন্ধন ও কি কি সামগ্রী বিক্রী করা হবে তা ভ্যানে টাঙিয়ে রাখতে হবে বলে জানান। মেয়র রমজানের পর যে সমস্ত হকাররা এখনো চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তালিকাভুক্ত হননি তাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে বলেও উল্লেখ করেন।

২১ মে ২০১৮ খ্রি.

## বকেয়া গৃহকর ও রেইট সম্পর্কিত বিষয়ে সরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন হোল্ডারদের সাথে মাননীয় মেয়রের মতবিনিময়

বকেয়া ও ২০১৭-২০১৮ সন পর্যন্ত হালনাগাদ গৃহকর ও রেইট আদায় গতিশীল করার লক্ষে মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন ২১ মে ২০১৮ খ্রি. দুপুরে,নগরভবনের সম্মেলন কক্ষে চট্টগ্রাম নগরস্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয়, শিক্ষা মন্ত্রনালয় এর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় এর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ,স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রনালয়, পরিবেশ ও বণ মন্ত্রনালয়, কৃষি মন্ত্রনালয়, শিল্প মন্ত্রনালয়, বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রনালয়, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয় এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান জেমিসিন রেডক্রিসেন্ট মাতৃসদন হাসপাতাল ও রক্ষদান কেন্দ্র, চট্টগ্রাম আইনজীবি সমিতি, সুলতান আহমদ দেওয়ান, গোলাম মাওলা, করিম পাইপ মিলস লি., আবু জাফর চৌধুরী, ডা. ফজলুল হাজেরা কলেজ, পিএইচ আমিন একাডেমীর সাথে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় চলাকালে আমিন জুটমিল এর বকেয়া ও হালনাগাদ পৌরকর থেকে ১২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকার একটি চেক মেয়রের হাতে তুলে দেন। উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৮ টি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিকট বকেয়া সহ হালনাগাদ ২ কোটি ৩১ লক্ষ ৪০ হাজার ৫শত ৬৩ টাকা পৌর কর পাওনা আছে এবং ১১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গণপ্রজতান্ত্রী

বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এর নিকট ১৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৫ শত ৬১ টাকা,আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয় এর নিকট ৩২ লক্ষ ৫১ হাজার ৭ শত ৭ টাকা, প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রনালয় এর নিকট ৪ কোটি ৭ লক্ষ ৯১ হাজার ৫ শত ৩১ টাকা, শিক্ষা মন্ত্রনালয় এর নিকট ৯১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫ শত ৫ টাকা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রনালয় এর স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর নিকট ১২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৩ টাকা,স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর নিকট ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার ৭ শত ৭৪ টাকা, রেলপথ মন্ত্রনালয় এর নিকট ৮৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯ শত ৮৫ টাকা, পরিবেশ ও বণ মন্ত্রনালয় এর নিকট ৬৪ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬ শত ৮৬ টাকা, কৃষি মন্ত্রনালয় এর নিকট ৪৭ লক্ষ ৭ হাজার ২ শত ৫০ টাকা, শিল্প মন্ত্রনালয় এর নিকট ২ কোটি ৬ লক্ষ ৯৮ হাজার ২ শত ২৯ টাকা, বস্ত্র ও পাঠ মন্ত্রনালয় ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯ শত ৯০ টাকা, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রনালয় এর নিকট ৩১ লক্ষ ৬১ হাজার ৭ শত ২৩ টাকা পাওনা আছে। বকেয়া পৌরকর পরিশোধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের দায়িত্বশীলদের প্রতি অনুরোধ জানান। এছাড়াও যে সকল প্রতিষ্ঠানের পৌরকরের বিষয়ে আপত্তি আছে তাও ১ মাসের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনকে লিখিতভাবে অবহিত করার পরামর্শ দেয়া হয়। বকেয়া গৃহকর ও রেইট সম্পর্কিত মতবিনিময় সভায় প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড.মুস্তাফিজুর রহমান, রাজস্ব বিভাগের টিও, ডিটিও ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমূহের প্রতিনিধি এবং ৮টি ব্যক্তি মালিকানাধীন সংস্থার দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন